গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
অধিশাখা-১৩
www.moedu.gov.bd

স্মারক নং- শিম/শা-১৩/বিবিধ-১/চাকুরী বিধিমালা/২০১২/০৬ তারিখ: ২৫ পৌষ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ / ০৮জানুয়ারী ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) -এর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকুরী বিধিমালা-২০১২।

উপর্যুক্ত বিষয়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) -এর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্য প্রণীত চাকুরী বিধিমালা-২০১২ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে জারী করা হলো।

০২। এ বিধিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

০৮/০১/১৩
(রুহী রহমান)
উপ-সচিব
ফোন-৭১৬০৫১৭

১। উপাচার্য, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বোড বাজার, গাজীপুর।
২-৬। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন ও অর্থ/উন্নয়ন/কারিগরি ও মাদ্রাসা/কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়),শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৭। যুগ্ম-সচিব (অডিট ও আইন), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৯-১৬। চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা/রাজশাহী/কুমিল্লা/যশোর/চট্টগ্রাম/সিলেট/বরিশাল/দিনাজপুর।
১৭। চেয়ারম্যান, মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১৮। পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৯। পরিচালক, বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস), ঢাকা।
২০। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা (প্রজ্ঞাপনটি ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

স্মারক নং- শিম/শা-১৩/বিবিধ-১/চাকুরী বিধিমালা/২০১২/০৬ তারিখ: ২৫ পৌষ ১৪১৯ বঙ্গাব্দ / ০৮ জানুয়ারী ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ

অবগতির জন্য অনুলিপিঃ
১। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। যুগ্ম-সচিব (মাধ্যমিক), মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবলায়, ঢাকা।

(রুহী রহমান)
উপ-সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়

‘বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) -এর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকুরী বিধিমালা-২০১২’

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) -এর তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকুরী বিধিমালা-২০১২

অধ্যায়-১

নিয়োগ বিধি

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর অধ্যায় ২৮ (আটাশ), অনুচ্ছেদ-১৩ (তের) অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের '' চাকুরী বিধিমালা- ২০১২' প্রণয়ন করা হইল।

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম-

এই বিধিমালা "বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) এর কর্মচারী (৩য় ও ৪র্থ শ্রেণী) চাকুরী বিধিমালা-২০১২" নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞা-

বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের পরিপন্থী না থাকিলে, এই বিধিমালায়-

ক) "বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান" অর্থ অধিভুক্ত ও স্বীকৃতি প্রাপ্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) বুঝাইবে।

খ) 'পরিচালনা পর্ষদ', 'গভর্নিং বডি' ও 'ম্যানেজিং কমিটি' অর্থ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা কমিটি যা সংশ্লিষ্ট শিক্ষাবোর্ড/ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণীত সংবিধি অনুসারে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত।

গ) 'অধ্যক্ষ /প্রধান শিক্ষক/সুপার' অর্থ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান/একাডেমিক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা বুঝাইবে।

(ঘ) 'উপাধ্যক্ষ/সহকারী প্রধান শিক্ষক/সহকারী সুপার' অর্থ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক ও প্রশাসনিক উপ-প্রধান -কে বুঝাইবে।

(ঙ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ এই বিধিমালায় বর্ণিত নিম্নোক্ত ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে-

i. সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ/গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটির "সভাপতি"- সভাপতি।

ii. সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ/গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটির সদস্য প্রতিনিধি-সদস্য

iii. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা/ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি- সদস্য

iv. সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সুপারিনটেনডেন্ট - সদস্য সচিব।

v. মাধ্যমিক পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (মাধ্যমিক স্কুল ও দাখিল মাদ্রাসা) এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা শিক্ষা অফিসার মনোনীত প্রতিনিধি (প্রধান শিক্ষক/প্রধান শিক্ষিকা সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়) সদস্য, অথবা

উচ্চ মাধ্যমিক/ডিগ্রী পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ, ডিগ্রী কলেজ, আলিম, ফাজিল মাদ্রাসা) এর ক্ষেত্রে সংশি- ষ্ট জেলার সর্ববৃহৎ সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ/তাঁর মনোনীত প্রতিনিধি (সহযোগী অধ্যাপক পদ মর্যাদার নিচে নয়) - সদস্য।

চ) "কর্তৃপক্ষ" অর্থ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদ/গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি বুঝাইবে।

ছ) "কর্মচারী" অর্থ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নন টিচিং স্টাফ অর্থ্যাৎ তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী (সহকারী গ্রন্থাগারিক/অফিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট/হিসাব রক্ষক/উচ্চমান সহকারী/ক্যাশিয়ার/ হিসাব সহকারী/ টাইপিস্ট কাম অফিস সহকারী/অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর/গ্রন্থাগার সহকারী) এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী (এমএলএসএস অর্থাৎ পিয়ন/দপ্তরী/ গার্ড/ক্যাশ পিয়ন/আয়া/মালী/ঝাড়ুদার) বুঝাইবে।

জ) 'সভাপতি' অর্থ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সভাপতিকে বুঝাইবে।

ঝ) 'তফসিল' অর্থ এই বিধিমালার সাথে সংযোজিত তফসিল।

ঞ) 'পদ' অর্থ তফসিলে উল্লিখিত কোন পদ।

ট) 'প্রয়োজনীয় যোগ্যতা' অর্থ তফসিলে উল্লিখিত যোগ্যতা।

ঠ) 'প্রধান কার্যালয়' অর্থ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা বুঝাইবে।

৩। নিয়োগ পদ্ধতি:

(১) তফসিলে বর্ণিত বিধান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-২৯ এর উপধারা (৩) উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে সংরক্ষণ সংক্রান্ড় নির্দেশাবলী সাপেক্ষে কোন নির্দিষ্ট পদে সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা হইবে ।

(২) কোন ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট পদে নিয়োগ করা যাইবে না, যদি তজ্জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য যোগ্যতা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) না থাকে এবং সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁহার বয়স উক্ত পদের জন্য সরকার ঘোষিত বয়সসীমা অথবা তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়। তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তিকে কোন পদে এডহক ভিত্তিতে ইতিপূর্বে নিয়োগ করা হইয়া থাকিলে, উক্ত পদে অব্যাহত ভাবে নিযুক্ত থাকাকালীন কার্যকালের জন্য তাঁহার সর্বোচ্চ বয়সসীমা শিথিল করা যাইবে।

৪। সরাসরি নিয়োগ:

(১) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের আওতাভুক্ত কোন পদে ব্যক্তিকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত নিয়োগ করা যাইবে না।

(২) কোন ব্যক্তি কোন পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না, যদি তিনি-

ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন, অথবা বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা না হন, অথবা বাংলাদেশের ডোমিসাইল না হন।

খ) এমন কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করেন অথবা বিবাহ করিবার জন্য প্রতিশ্র"তিবদ্ধ হন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

(৩) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না, যদি-

(ক) নিয়োগের জন্য মনোনীত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কোন মেডিকেল অফিসার এই মর্মে প্রত্যয়ন করেন যে, তিনি স্বাস্থ্যগত ভাবে অনুরূপ পদে নিয়োগ যোগ্য নন অথবা তিনি এইরূপ কোন দৈহিক বৈকল্যে ভুগিতেছেন, যাহা সংশি- ষ্ট পদে দায়িত্ব পালনে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি করিতে পারে।

(খ) নিয়োগের জন্য মনোনীত ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্ষেত্রবিশেষে যথোপযুক্ত কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে তদন্তের ফলে দেখা যায় যে, প্রজাতন্ত্রের চাকুরীতে নিযুক্তির জন্য তিনি উপযুক্ত নহেন।

(৪) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না, যদি তিনি-

ক) উক্ত পদের জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দরখাস্ত আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত ফি সহ যথাযথ ফরমে ও নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

খ) চাকুরীরত কোন প্রার্থী স্বীয় উর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে দরখাস্ত দাখিল না করেন।

(৫) কোন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ দেওয়া যাইবে না যদি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/পরিচালনা পর্ষদ অথবা গভর্নিং বডির কার্যবিবরণীর মাধ্যমে পদটি শূন্য ঘোষণা পূর্বক নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ না করেন।

(৬) কোন ব্যক্তিকে কোন পদে সরাসরি নিয়োগ করা যাইবে না, যদি-

ক) গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি/ পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্তক্রমে প্রচলিত জনবল কাঠামো মোতাবেক শূন্য পদে কর্মচারী নিয়োগের জন্য ঢাকা হইতে প্রকাশিত একটি বহুল প্রচারিত জাতীয় এবং একটি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়;

খ) বিজ্ঞপ্তি প্রচারের তারিখ এবং আবেদন আহ্বানের সময়সীমার মধ্যে অন্তত: পনের (১৫) দিনের ব্যবধান না থাকে;

গ) পত্রিকায় প্রথম বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের সর্বোচ্চ ছয় (০৬) মাসের মধ্যে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়;

ঘ) কোন পদে নিয়োগের জন্য নিয়োগ পরীক্ষায় কমপক্ষে তিন (০৩) জন প্রার্থী উপস্থিত না থাকে;

ঙ) মহিলা কোটা পূরণের জন্য সরকারি নীতিমালা এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত পরিপত্র অনুসরণ না করা হয়।

৫। শিক্ষানবিসি:

(১) শূন্য পদের বিপরীতে নির্দিষ্ট পদে নিয়োগের জন্য বাছাইকৃত ব্যক্তির শিক্ষানবিসিকাল সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে, নিয়োগের তারিখ হইতে ০৬ (ছয়) মাস।

তবে শর্ত থাকে যে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষানবিসির মেয়াদ এইরূপ সম্প্রসারণ করিতে পারেন যাহাতে বর্ধিত মেয়াদ সর্বসাকুল্যে ০১ (এক) বৎসরের অধিক না হয়।

(২) কোন শিক্ষানবিসির মেয়াদ চলাকালীন সময়ে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে, তাঁহার আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক নহে কিংবা তাঁহার কর্মদক্ষ হওয়ার সম্ভাবনা নাই সেই ক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ শিক্ষানবিসির চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবেন।

(৩) শিক্ষানবিসির মেয়াদ, বর্ধিত মেয়াদ থাকিলে তাহাসহ সম্পূর্ণ হওয়ার পর, যদি কর্তৃপক্ষ-

(ক) এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, শিক্ষানবিসির মেয়াদ চলাকালে কোন শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক হইলে তাঁহাকে চাকুরীতে স্থায়ী করা হইবে এবং

(খ) উক্ত মেয়াদ চলাকালে শিক্ষানবিসের আচরণ ও কর্ম সন্তোষজনক না হইলে তাহার চাকুরীর অবসান ঘটাইতে পারিবেন।

৬। বেতন ভাতাদি:

(১) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা)-এর ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীর জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন সময়ে যেইরূপ বেতন-ভাতাদি নির্ধারণ করিবেন কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা সেইরূপ হইবে।

(২) শিক্ষানবিসীকালীন ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীগণ সংশ্লিস্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে বেতন ভাতাদি প্রাপ্য হইবেন এবং উক্ত বেতন ভাতাদি সম্পর্কে নিয়োগ পত্রে উলে- খ থাকিতে হইবে।

(৩) কর্মচারীগণ চাকুরীকাল ৮ (আট) বৎসর পূর্ণ হইলে চাকুরী সন্তোষজনক সাপেক্ষে ১ টি টাইম স্কেল প্রাপ্য হইবেন।

৭। অবসর গ্রহণ:

(১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অবসর গ্রহণের বিধান অনুযায়ী বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ ৬০ (ষাট) বৎসর পর্যন্ত কর্মে নিয়োজিত থাকিবেন এবং অত:পর অবসর গ্রহণ করিবেন।

(২) অবসরকালীণ সময়ে বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাষ্ট এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অবসর সুবিধা বোর্ড হইতে নিয়মানুযায়ী সকল সুবিধাদি প্রাপ্য হইবেন।

(৩) কোন কর্মচারী স্বাস্থ্যগত কারণে কার্যে অপারগ হইলে সংশ্লিষ্ট জেলার সিভিল সার্জন/গঠিত মেডিকেল বোর্ডের প্রত্যয়নপত্র সাপেক্ষে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ তাঁহাকে চাকুরী হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন।

৮। ইস্তফা/পদত্যাগ:

(১) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) -এর এমপিওভুক্ত কর্মচারী পরিচালনা পর্ষদ/গভর্নিং বডি'র নিকট তাঁহার অভিপ্রায় উলে- খপূর্বক ০২ (দুই) মাসের লিখিত পূর্ব নোটিশ প্রদান না করিয়া তাঁহার চাকুরী ত্যাগ করিতে অথবা চাকুরী হইতে বিরত থাকিতে অথবা চাকুরী হইতে ইস্তফা/পদত্যাগ করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপ নোটিশ প্রদানের ব্যর্থতার ক্ষেত্রে তিনি ০২ (দুই) মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে তাঁহার প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা) এইরূপ অর্থ ট্রেজারী চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিবেন।

(৩) যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা জনিত ব্যবস্থা গ্রহণ শুরু হইয়াছে, তিনি পরিচালনা পর্ষদ/গভর্নিং বডির নিকট চাকুরী হইতে ইস্তফা/পদত্যাগ করিতে পারিবেন না।

৯। ভবিষ্য তহবিল:

(১) এমপিওভুক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ মূল বেতনের সর্বোচ্চ ১০% ভবিষ্য তহবিলে জমা রাখিবেন। সংশ্লিষ্ট বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সম পরিমাণ অর্থ তহবিলে জমা রাখিবে।

(২) যদি কোন কর্মচারী কর্মকালীন সময়ে মৃত্যুবরণ করেন তাহা হইলে বৈধ উত্তরাধিকারী প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে তাঁহার ভবিষ্য তহবিলের যাবতীয় অর্থ প্রাপ্য হইবেন।

(৩) কোন কর্মচারী তাঁহার জমাকৃত অর্থের ৮০% গৃহ নির্মাণ/জমি ক্রয় অথবা বিশেষ প্রয়োজনে পরিচালনা পর্ষদ/গভর্নিং বডির অনুমোদনক্রমে ভবিষ্য তহবিল হইতে অগ্রীম উত্তোলন করিতে পারিবেন। অগ্রীম উত্তোলিত অর্থ সর্বোচ্চ ৪০(চল্লিশ) কিস্তি এবং ২ (দুই) কিস্তির সমপরিমাণ সুদসহ পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) কর্মচারীর বয়স ৫৫ (পঞ্চান্ন) বৎসর পূর্ণ হয়, তাহা হইলে পরিচালনা কমিটি/গভর্নিং বডি অফেরৎযোগ্য অগ্রীম মঞ্জুর করিতে পারিবেন।

(৫) সাময়িক বরখাস্তকালীন সময় কোন কর্মচারী তহবিলে কোন অর্থ জমা করিতে পারিবেন না। উল্লেখ্য, সাময়িক বরখাস্তের পর চাকুরীতে পুনর্বহাল হইলে বরখাস্তকালীন সময়ের অর্থের পরিমাণ এককালীন/ কিস্তিতে প্রদান করিতে পারিবেন।

(৬) ইনডেক্সধারি কোন কর্মচারি (এমপিও ভূক্তির পর যাহার চাকুরির বয়স কমপক্ষে ২ বছর হইয়াছে) নতুন প্রতিষ্ঠানে যোগদানের পর থেকেই ভবিষ্য তহবিলের সুযোগ পাবেন।

বিশ্লেষণঃ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৩য়/৪র্থ শ্রেণীর নামে যে কোন সরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকে ভবিষ্য তহবিলের পৃথক পৃথক হিসাব খুলিতে হইবে। উক্ত কর্মচারির নামে ভবিষ্য তহবিলের সমুদয় অর্থ (কর্মচারী ও প্রতিষ্ঠান প্রদেয়) ঐ ব্যাংকহিসাবে জমা থাকিবে। কর্মচারী এবং প্রতিষ্ঠান প্রধান/অধ্যক্ষ/প্রধান শিক্ষক/সুপারিনটেনডেন্ট এর যৌথ স্বাক্ষরে উক্ত হিসাব পরিচালিত হইবে। অবসর গ্রহণের পর ভবিষ্য তহবিলের জমাকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট কর্মচারী প্রাপ্য হইবেন। কোনক্রমেই বা কোন কারণেই সংশ্লিষ্ট কর্মচারি/তাহার বৈধ উত্তরাধিকারিকে ভবিষ্য তহবিল-এর প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না]।

অধ্যায়-২

ছুটি বিধি

কর্তব্য পালনের মাধ্যমে ছুটি অর্জিত হইবে, তবে ইহা কখনও অধিকার হিসাবে দাবি করা যাইবে না। পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ একজন কর্মচারীর ছুটির আবেদন মঞ্জুর, না-মঞ্জুর অথবা মঞ্জুরকৃত ছুটির আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

নৈমিত্তিক ছুটি

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীগণ বৎসরে ২০ দিন নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন। পূর্ব অনুমতি ব্যতীত নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করা যাইবে না। নৈমিত্তিক ছুটিকালীন সময়ে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণ কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কর্মস্থল ত্যাগ করিতে পারিবে না। নৈমিত্তিক ছুটিতে থাকাকালীন সময়ে বিদেশ গমন করা যাইবে না। কোন কর্মচারী একত্রে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) দিন নৈমিত্তিক ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন। পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ (দশ) দিন দেওয়া যাইবে। নৈমিত্তিক ছুটিকে উভয় দিকে সরকারি ছুটির সহিত সংযুক্ত করা যাইবে না।

অর্জিত ছুটি

কর্মকালীন সময়ের $^{১}/_{১২}$ হারে অর্ধগড় বেতনে ছুটি অর্জিত হইবে এবং সীমাহীনভাবে ইহা জমা হইবে। প্রতি ০২ (দুই) দিন অর্ধগড় বেতনের ছুটিকে গড় বেতনে রূপান্তর করা যাইবে। ছুটি প্রাপ্যতা সাপেক্ষে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণে এককালীন সর্বোচ্চ ৩ (তিন) মাস পর্যন্ড় গড় বেতনে অর্জিত ছুটি ভোগ করা যাইবে। কোন কর্মচারী স্বাস্থ্যগত কারণে অর্ধগড় বেতনে এককালীন সর্বোচ্চ ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত অর্জিত ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন। ইহার অতিরিক্ত প্রয়োজন হইলে এবং ছুটি পাওনা থাকিলে অর্ধগড় বেতনে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত অর্জিত ছুটি নেওয়া যাইবে। অর্ধগড় বেতনে ছুটি পাওনা না থাকিলে কোন কর্মচারী অসাধারণ ছুটি গ্রহণ করিতে পারিবেন। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কারণ, তীর্থ ভ্রমণ ও চিকিৎসাজনিতকারণে অর্জিত ছুটি গ্রহণ করা যাইবে।

সংগনিরোধ ছুটি

(১) কোন কর্মচারী পরিবারের বা গৃহে সংক্রামক ব্যাধি (কলেরা, গুটি বসন্ত, পে- গ, টাইফাস জ্বর ও সেরিব্রো স্পাইনাল, মেনিনজাইটিস) -এর কারণে যদি আদেশ দ্বারা তাহাকে প্রতিষ্ঠানে আগমন নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারীর মাধ্যমে যে ছুটি প্রদান করা হয়, উহাই সংগনিরোধ ছুটি।

(২) এই প্রকার ছুটির মেডিকেল সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে পরিচালনা পর্ষদ/ গভর্নিং বডি সর্বাধিক ২১ (একুশ) দিন পর্যন্তএবং বিশেষ অবস্থায় ৩০ (ত্রিশ) দিন পর্যন্ত মঞ্জুর করিতে পারিবেন। সংগনিরোধজনিত কারণে ইহার অতিরিক্ত ছুটির প্রয়োজন হইলে, এই অতিরিক্ত ছুটি অসাধারণ ছুটি হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) এই প্রকার ছুটিকে কর্মকালীন হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এই সময়ে অন্য কোন লোক নিয়োগ করা যায় না এবং সংশ্লিষ্ট কর্মচারী স্বাভাবিক নিয়মানুসারে বেতন-ভাতাদি পাইবেন।

(৪) পরিচালন পর্ষদ/গভর্নিং বডি এই প্রকার ছুটি মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ।

প্রসূতি ছুটি

প্রসূতি ছুটি পূর্ণগড় বেতনে ০৬ (ছয়) মাস প্রাপ্য হইবেন। একজন কর্মচারী চাকুরীকালে সর্বমোট ০২ (দুই) বার এ ধরনের ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন। প্রসূতি ছুটি তাহার ছুটির হিসাব হইতে বাদ যাইবে না।

অসাধারণ ছুটি

অন্য কোন প্রকার ছুটির প্রাপ্যতা না থাকিলে একজন কর্মচারী সর্বমোট চাকুরীকালে অনধিক ১ (এক) বৎসরের অসাধারণ ছুটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পরিষদ/গভর্নিং বডি মঞ্জুর করিতে পারিবেন। অসাধারণ ছুটির জন্য তিনি কোন প্রকার বেতন ভাতাদি পাইবেন না এবং এইরূপ ছুটি ভোগ করিলে ছুটিকালীন সময়কে তাহার চাকুরীর জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণে গণনা করা হইবে না, বা তাহা চাকুরীকাল হিসাবে গণ্য হইবে না। ছুটি অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ ছুটি বিহীন অনুপস্থিতিকালকে ভূতাপেক্ষিকভাবে অসাধারণ ছুটিতে রূপান্তর করিতে পারিবেন।

কর্তব্য ছুটি

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মচারী নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কর্তব্য ছুটি মঞ্জুর করিতে পারিবে।

(ক) কোন শিক্ষা বোর্ড, শিক্ষা/গবেষণা ইনষ্টিটিউট, বিশ্ববিদ্যালয় অথবা সরকার কর্তৃক গঠিত কোন সংস্থা, কমিটি অথবা একাডেমিক ইউনিটের সভায় যোগদান বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত কোন দায়িত্ব পালন;

(খ) কোন আদালতে একজন জুরী হিসাবে, অথবা সরকারি সাক্ষী হিসাবে উপস্থিত হওয়া।

বাধ্যতামূলক ছুটি

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হইলে কর্তৃপক্ষ সাময়িক বরখাস্তের পরিবর্তে প্রাপ্যতা অনুযায়ী বাধ্যতামূলক ছুটি প্রদান করিতে পারিবে। তবে যদি চাকরি হইতে অপসারণ বা বরখাস্ত না হইয়া তিনি চাকুরিতে পুনর্বহাল হন তাহলে ছুটিকালীন সময় পূর্ণ বেতনে কর্তব্যকাল হিসাবে গণ্য হইবে।

ঐচ্ছিক ছুটি

যে কোন সম্প্রদায়ের একজন কর্মচারী তাঁহার নিজ ধর্মানুযায়ী বৎসরে সর্বমোট ০৩ (তিন) দিনের মাত্রা পর্যন্ড় ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করিতে পারিবেন। তবে বছরের শুরুতে সরকারি ছুটি ও সাপ্তাহিক ছুটির সহিত সংযুক্ত করিয়া ঐচ্ছিক ছুটি ভোগ করিবার অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেক কর্মচারীর জন্য আলাদা ছুটির হিসাব সংরক্ষণ করিতে হইবে।

অধ্যায়-৩

শৃঙ্খলা ও আপীল

নিয়োগপ্রাপ্ত একজন এমপিওভুক্ত কর্মচারীর বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ/গভর্নিং বডি/ম্যানেজিং কমিটি পেশাগত অসদাচরণ অথবা নৈতিকস্খলনের জন্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে। তবে শর্ত থাকে যে,

(ক) পেশাগত অসদাচরণ অথবা নৈতিকস্খলনের অভিযোগের বিষয়টি প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ/গভর্নিং বডি কর্তৃক নিযুক্ত ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি দ্বারা তদন্ত করিতে হইবে। স্নাতক পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান হইলে তদন্ত কমিটিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়/ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক। বেসরকারি বিদ্যালয়/উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ/দাখিল ও আলিম মাদ্রাসা হইলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের একজন প্রতিনিধি থাকা আবশ্যক।

(খ) যে কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হইবে তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(গ) তদন্ত চলাকালীন সময়ে অভিযুক্ত কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে হইলে তাঁহাকে তাঁহার মূল বেতনের ৫০% খোরপোষ ভাতা প্রদান করিতে হইবে।

নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি পেশাগত 'অসদাচরণ' বলিয়া বিবেচিত হইবে-

(১) কর্তব্য পালনে অবহেলা বা উদাসীনতা;

(২) প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে অন্য কোন কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখা;

(৩) বিনা অনুমতিতে কর্তব্যে অনুপস্থিতি;

(৪) পূর্বে অবহিতকরণ ব্যতীত এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পরও কর্মে অনুপস্থিত থাকা;

(৫) বিনানুমতিতে বিদেশ গমন অথবা অনুমোদিত সময়ের অতিরিক্ত বিদেশে অবস্থান;

(৬) প্রতিষ্ঠান প্রধান/পরিচালনা পর্ষদের আদেশ অমান্য;

(৭) সরকারের কোন আদেশ, পরিপত্র এবং নির্দেশনাবলী আইন সংগত কারণ ব্যতিরেকে অবজ্ঞাকরণ;

(৮) প্রতিষ্ঠানের কোন সম্পদ অপচয় করা বা অবৈধভাবে ব্যবহার করা;

(৯) শিক্ষক-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের মাঝে বিশৃঙ্খলা অথবা নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

(১০) শিক্ষাগত যোগ্যতাসহ যে কোন সনদ ও তথ্য ভূয়া/জালিয়াতির মাধ্যমে চাকরী গ্রহণ;

(১১) মহিলা শিক্ষার্থী ও সহকর্মীর প্রতি শিষ্টাচার বহির্ভূত ভাষা ব্যবহার ও আচরণ করা;

(১২) জালিয়াতির মাধ্যমে অর্থ আত্মসাতের চেষ্টাকরণ বা এ জাতীয় কার্যে কাউকে প্ররোচিত/উৎসাহিতকরণ;

(১৩) দূর্নীতিপরায়ন হন বা যুক্তিসঙ্গতভাবে দূর্নীতিপরায়ন বলিয়া বিবেচিত হন।

শাস্তি /দন্ড

উপরিউক্ত অভিযোগসমূহের ভিত্তিতে অসদাচরণের দায়ে অভিযুক্ত কর্মচারীকে পরিচালনা পর্ষদ/গভর্নিং বডি লগুদন্ড/গুরুদন্ড প্রদান করিতে পারিবে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ/গভর্নিং বডি কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগনামা (ঈযধৎমব) গঠন করিলে :

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাহাকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অভিযোগ প্রাপ্তির ০৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য বলিবেন এবং তিনি ব্যক্তিগত শুনানী চাহেন কিনা তাহাও জানানোর জন্য বলিবেন।

(খ) তবে নির্ধারিত সময়সীমা শেষ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করিলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে বক্তব্য দাখিল করার জন্য অতিরিক্ত ০৭ (সাত) কার্যদিবস পর্যন্ত সময় বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্ধারিত অথবা বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাহার জবাব দাখিল করিলে তাহা বিবেচনার পর তিনি ব্যক্তিগত শুনানীর ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, ব্যক্তিগত শুনানীর সুযোগদানের পর, অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন প্রকার কৈফিয়ত দাখিল না করিলে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত যে কোন **লঘুদন্ড** প্রদান করিতে পারিবেন:

(১) তিরস্কার;

(২) নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য পদোন্নতি অথবা টাইম স্কেল অথবা বেতনবৃদ্ধি স্থগিত রাখা;

(৩) সরকারী আদেশ অমান্য বা কর্তব্যে অবহেলার দরুন সংঘঠিত প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি সম্পূর্ণ বা

অংশবিশেষ বেতন হইতে আদায় করণ;

(৪) বেতন স্কেলের নিম্নস্কেলে অবনমিতকরণ।

ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত অথবা বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাহার জবাব দাখিল করিলে জবাব সন্তোষজনক না হইলে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ/গভর্নিং বডির সিদ্ধান্তক্রমে।

i. অভিযোগ তদন্তেরর জন্য তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করিতে হইবে এবং অভিযুক্ত কর্মচারীকে সাময়িক বরখাস্ত করিতে পারিবে।

ii. তদন্ত আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কর্মকর্তা/তদন্ত বোর্ড তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা করিবেন এবং তদন্ত প্রতিবেদন কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

iii. তদন্ত কর্মকর্তা/তদন্ত বোর্ডের তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর কর্তৃপক্ষ উহা বিবেচনা করিবে এবং অভিযোগের জবাব লিপিবদ্ধ করিবে এবং শাস্তির কথা উল্লেপূর্বক তদন্ত প্রতিবেদনের কপিসহ অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট প্রেরণ করিবে।

iv. অভিযুক্ত কর্মচারী তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর ০৭ (সাত) কার্য দিবসের মধ্যে জবাব দিবেন অথবা পুন:তদন্তের জন্য আবেদন করিতে পারিবেন। এক্ষেত্রে পুন:তদন্ত কমিটি/বোর্ড ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে পুন:তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবে। কর্তৃপক্ষ তদন্ত প্রতিবেদনের কপি শাস্তির কথা উল্লেখপূর্বক অভিযুক্ত কে প্রেরণ করবেন ও ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে জবাব দিতে বলিবে।

v. অভিযুক্ত কর্মচারী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব দাখিল করিলে অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জবাব দাখিল না করিলে পরিচালনা পর্ষদ/গভর্নিং বডি যে কোন গুরুদন্ড প্রদান করিবে-

(ক) নিম্ন পদে/নিম্ন বেতন স্কেলে অবনমিতকরণ;

(খ) টাইম স্কেল রহিতকরণ;

(গ) চাকুরী হইতে বরখাস্তকরণ;

(ঘ) চাকুরী হইতে অপসারণ।

ঙ) চাকুরী হইতে বরখাস্ত/অপসারণকরণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয়ের আপীল এন্ড আর্বিট্রেশন কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে।

চ) যদি অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত না হয় তাহা হইলে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ প্রত্যাহার করিতে হইবে এবং সাময়িক বরখাস্তকালীন সময়কে স্বাভাবিক চাকরীকালীন সময় হিসাবে গণ্য করিতে হইবে।

আপীল বিধি

৩। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) -এর কর্মচারীগণ বরখাস্ত/অপসারণের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত উপায়ে আপীল করিতে পারিবেন-

(ক) চাকরী হইতে বরখাস্ত/অপসারণ হওয়ার পর অভিযুক্ত কর্মচারী ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন।

(খ) বরখাস্ত/অপসারণ আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের ক্ষেত্রে, আপীল কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবে এবং যেইরূপ আদেশ প্রদান করা উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে-

(১) এই বিধিমালায় বর্ণিত নির্ধারিত পদ্ধতি পালিত হইয়াছে কিনা এবং যদি না হইয়া থাকে, তবে পালিত না হওয়ার কারণে ন্যায় বিচার ব্যহত হইয়াছে কিনা;

(২) অভিযোগের তদন্তের ফলাফল যথাযথ কিনা; এবং

(৩) আরোপিত শাস্তির মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কিনা;

(গ) যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইয়াছে, সেই বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আপীল কর্তৃপক্ষের আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) কার্য দিবসের মধ্যে আপীল কর্তৃপক্ষের আদেশ কার্যকর করিবে।

(ঘ) মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা এর আদেশের পর অভিযুক্ত কর্মচারী পুনরায় কোন আপীল করিতে পারিবেন না।

আদালতে বিচারাধীন মামলা

৪। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা) -এর কোন কর্মচারীর বিরুদ্ধে আদালতের একই বিষয়ের ওপর ফৌজদারী মামলা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা নিস্পত্তিতে কোন বাধা থাকিবে না; কিন্তু কর্তৃপক্ষ বিভাগীয় মামলায় তাঁহার বিরুদ্ধে কোন দন্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে উক্ত ফৌজদারী মামলা বা আইনগত কার্যধারা নিস্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত প্রস্তাবিত দন্ড আরোপ স্থগিত রাখিতে হইবে।

তফসিল-১

ক. নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় :

ক্রমিক	পদের নাম ও বেতন স্কেল	পদের সংখ্যা	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা	মন্তব্য
১.	নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ৪৭০০-৬৫৫৫/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর পর্যন্ড় শিথিলযোগ্য।	সরাসরি	সরাসরি নিয়োগের জন্য এইচএসসি। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে। কম্পিউটার কম্পোজ স্পীড: বাংলা- ৪০ (প্রতি মিনিটে) ইংরেজি- ৪৫ (প্রতি মিনিটে)	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাষ্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
২.	এমএলএসএস ৪১০০-৫৪৩০/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাস। শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে।	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাষ্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
৩.	আয়া ৪১০০-৫৪৩০/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাস। শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে।	শুধুমাত্র বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য। এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাষ্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।

খ. মাধ্যমিক বিদ্যালয়/দাখিল মাদ্রাসা :

ক্রমিক	পদের নাম ও বেতন স্কেল	পদের সংখ্যা	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা	মন্তব্য
১.	সহকারী গ্রন্থাগারিক ৮০০০-১১১৫০/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা।	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
২.	অফিস সহকারী কাম হিসাব সহকারী ৪৭০০-৬৫৫৫/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	সরাসরি এবং ৫০% নিয়োগের মাধ্যমে।	▪ সরাসরি নিয়োগের জন্য এইচএসসি (বাণিজ্য)। ▪ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে।	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
৩.	নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ৪৭০০-৬৫৫৫/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	▪ সরাসরি নিয়োগের জন্য এইচএসসি। ▪ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে। কম্পিউটার কম্পোজ স্পীড: বাংলা- ৪০ (প্রতি মিনিটে) ইংরেজি- ৪৫ (প্রতি মিনিটে)	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
৪.	এমএলএসএস ৪১০০-৫৪৩০/-	০২	অনুর্ধ ৩০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাস। শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে।	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
৫.	আয়া ৪১০০-৫৪৩০/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাস। শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে।	শুধুমাত্র বালিকা বিদ্যালয়/ দাখিল মাদ্রাসার জন্য। এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।

গ. উচ্চ মাধ্যমিক কলেজ :

ক্রমিক	পদের নাম ও বেতন স্কেল	পদের সংখ্যা	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা	মন্তব্য
১.	সহকারী গ্রন্থাগারিক ৮০০০-১১১৫০/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপে- ামা।	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
২.	অফিস সহকারী কাম হিসাব সহকারী ৪৭০০-৬৫৫৫/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	সরাসরি নিয়োগের জন্য এইচএসসি (বাণিজ্য)। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে।	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
৩.	নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ৪৭০০-৬৫৫৫/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	সরাসরি নিয়োগের জন্য এইচএসসি। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে। কম্পিউটার কম্পোজ স্পীড: বাংলা- ৪০ (প্রতি মিনিটে) ইংরেজি- ৪৫ (প্রতি মিনিটে)	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
৪.	এমএলএসএস ৪১০০-৫৪৩০/-	০৪	অনুর্ধ ৩০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাস। শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে।	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
৫.	আয়া ৪১০০-৫৪৩০/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাস। শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে।	শুধুমাত্র মহিলা কলেজের জন্য। এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।

ঘ. ডিগ্রী কলেজ :

ক্রমিক	পদের নাম ও বেতন স্কেল	পদের সংখ্যা	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা	মন্তব্য
১.	সহকারী গ্রন্থাগারিক ৮০০০-১১১৫০/-/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপে- মা।	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
২.	অফিস সহকারী কাম হিসাব সহকারী ৪৭০০-৬৫৫৫/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	সরাসরি নিয়োগের জন্য এইচএসসি (বাণিজ্য)। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে।	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
৩.	নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ৪৭০০-৬৫৫৫/-	০২	অনুর্ধ ৩০ বৎসর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	সরাসরি নিয়োগের জন্য এইচএসসি। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে। কম্পিউটার কম্পোজ স্পীড: বাংলা- ৪০ (প্রতি মিনিটে) ইংরেজি- ৪৫ (প্রতি মিনিটে)	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
৪.	এমএলএসএস ৪১০০-৫৪৩০/-	০৯	অনুর্ধ ৩০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাস। শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে।	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
৫.	আয়া ৪১০০-৫৪৩০/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাস। শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে।	শুধুমাত্র মহিলা ডিগ্রী কলেজের জন্য। এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।

ঙ. আলীম মাদ্রাসা :

ক্রমিক	পদের নাম ও বেতন স্কেল	পদের সংখ্যা	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা	মন্তব্য
১.	সহকারী গ্রন্থাগারিক ৮০০০-১১১৫০/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হতে স্নাতক ডিগ্রী এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপে- ামা।	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
২.	অফিস সহকারী কাম হিসাব সহকারী ৪৭০০-৬৫৫৫/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	সরাসরি নিয়োগের জন্য এইচএসসি (বাণিজ্য)। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে।	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
৩.	নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ৪৭০০-৬৫৫৫/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	সরাসরি নিয়োগের জন্য এইচএসসি। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে। কম্পিউটার কম্পোজ স্পীড: বাংলা- ৪০ (প্রতি মিনিটে) ইংরেজি- ৪৫ (প্রতি মিনিটে)	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
৪.	এমএলএসএস ৪১০০-৫৪৩০/-	০২	অনুর্ধ ৩০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাস। শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে।	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
৫.	আয়া ৪১০০-৫৪৩০/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাস। শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে।	শুধুমাত্র বালিকা মাদ্রাসার জন্য। এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।

চ. ফাজিল মাদ্রাসা :

ক্রমিক	পদের নাম ও বেতন স্কেল	পদের সংখ্যা	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	যোগ্যতা	মন্তব্য
১.	সহকারী গ্রন্থাগারিক ৮০০০-১১১৫০/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় হইতে স্নাতক ডিগ্রী এবং গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা।	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
২.	অফিস সহকারী কাম হিসাব সহকারী ৪৭০০-৬৫৫৫/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	সরাসরি নিয়োগের জন্য এইচএসসি (বাণিজ্য)। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে।	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
৩.	নিম্নমান সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর ৪৭০০-৬৫৫৫/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর। বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩৫ বৎসর পর্যন্ত শিথিলযোগ্য।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	সরাসরি নিয়োগের জন্য এইচএসসি। কম্পিউটার প্রশিক্ষণ থাকিতে হইবে। কম্পিউটার কম্পোজ স্পীড: বাংলা- ৪০ (প্রতি মিনিটে) ইংরেজি- ৪৫ (প্রতি মিনিটে)	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
৪.	এমএলএসএস ৪১০০-৫৪৩০/-	০৬	অনুর্ধ ৩০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাস। শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে।	এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।
৫.	আয়া ৪১০০-৫৪৩০/-	০১	অনুর্ধ ৩০ বৎসর।	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে।	শিক্ষাগত যোগ্যতা ৮ম শ্রেণী পাস। শারীরিক যোগ্যতা সম্পন্ন হইতে হইবে।	শুধুমাত্র মহিলা ফাজিল মাদ্রাসার জন্য। এমপিও নির্দেশিকা ২০১০ (অগাস্ট ২০১২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুসরনীয়।

তফসিল-২

পরিচালনা পর্ষদ/গভর্নিং বডি

ক. বেসরকারি কলেজের পরিচালনা পর্ষদ

ক্রমিক	পদের নাম	সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
১	সভাপতি	১	
২	সদস্য সচিব	১	প্রতিষ্ঠান প্রধান
৩	শিক্ষক প্রতিনিধি	৩	০১ (এক) জন মহিলা
৪	অভিভাবক প্রতিনিধি	৩	
৫	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য	১	প্রতিষ্ঠাতার অবর্তমানে পদটি বিলুপ্ত হইবে
৬	বিদ্যোৎসাহী সদস্য (স্নাতক পর্যায়ের জন্য)	৩	জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়-১, শিক্ষা বোর্ড-১,মাউশি-১
৭	বিদ্যোৎসাহী সদস্য (উ:মাধ্য: পর্যায়ের জন্য)	২	শিক্ষা বোর্ড-১,মাউশি-১
৮	দাতা সদস্য	১	
৯	তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী	১	কর্মচারী দ্বারা নির্বাচিত
১০.	কো-অপ্ট সদস্য	১	বাধ্যতামূলক নয়

খ. বেসরকারি বিদ্যালয়ের পরিচালনা পর্ষদ

ক্রমিক	পদের নাম	সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
১	সভাপতি	১	
২	সদস্য সচিব	১	প্রতিষ্ঠান প্রধান
৩	শিক্ষক প্রতিনিধি	৩	১ (এক) জন মহিলা
৪	অভিভাবক প্রতিনিধি	৫	১ (এক) জন মহিলা
৫	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য	১	
৬	বিদ্যোৎসাহী সদস্য	১	কো-অপ্ট সদস্য
৭	দাতা সদস্য	১	
৮.	তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী	১	কর্মচারী দ্বারা নির্বাচিত

গ. বেসরকারি মাদ্রাসার পরিচালনা পর্ষদ

ক্রমিক	পদের নাম	সংখ্যা (জন)	মন্তব্য
১	সভাপতি	১	
২	সদস্য সচিব	১	প্রতিষ্ঠান প্রধান
৩	শিক্ষক প্রতিনিধি	৩	১ (এক) জন মহিলা
৪	অভিভাবক প্রতিনিধি	১	
৫	প্রতিষ্ঠাতা সদস্য	১	
৬	বিদ্যোৎসাহী সদস্য	১	কো-অপ্ট সদস্য
৭	দাতা সদস্য	১	
৮	তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী	১	কর্মচারী দ্বারা নির্বাচিত